সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

আগস্ট ২০২৬



CamScanner

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৫৪ | সংখ্যা ৭ | শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩৩ | আগস্ট ২০২৬

High Commission of India, Dhaka

www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh

@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra

/BharatBichitra

অরবিন্দ চক্রবর্তী

সম্পাদক

ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স : ১১৪২

মোবাইল : +৮৮০১৮৫২০৪৬০২৮

inf1.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর

ভারতীয় হাইকমিশন

প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

প্রচ্ছদ

গুপু ত্রিবেদী

গ্রাফিকস মো. আতিকুর রহমান

মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড ৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত

ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব। এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো যোগ নেই। এ পত্রিকার কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণ স্বীকার বাঞ্ছনীয়।

CamScanner

সূচিপত্র

স্বাধীনতা দিবস — ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সেলুলার জেল ॥ সালাম আজাদ ০৩

প্রবন্ধ — শ্রীঅরবিন্দ

বিপ্লবী দার্শনিক ও অখণ্ড যোগী ॥ সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার ০৫

রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠবার ইউরোপ সফর ও তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনার শতবর্ষ ॥ পীতম সেনগুপ্ত ০৯

শতবর্ষের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের জার্মানি ও বালাতোনফিউরেদ ভ্রমণ ॥ ড. দেবশ্রী নন্দী ১৫

পঞ্চাশতম প্রয়াণবার্ষিকী — নজরুলের ঢাকায় লেখা-প্রকাশের শতবর্ষ ॥ সৌমিত্র শেখর ১২

মানবতার মহানায়ক কাজী নজরুল ইসলাম ॥ ড. দেবাশীষ বেপারী ১৮

জন্মশতবর্ষ — ওডিশি নৃত্যের উদ্‌গাতা কেলুচরণ মহাপাত্র ॥ পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী ২১

পঙ্‌ক্তিমালা — নাসির আহমেদ ॥ সমরেন্দ্র বিশ্বাস ॥ অদীপ ঘোষ

শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায় ॥ প্রাণজি বসাক ॥ মুক্তি মণ্ডল ॥ মামুন মুস্তাফা

কুমার দীপ ॥ প্রণব মজুমদার ॥ শেলী সেনগুপ্তা ॥ কাজী লাবণ্য

মিলন সব্যসাচী ॥ জহির খান ॥ জিয়াবুল ইবন

তন্ময় মণ্ডল ॥ মোহনা মজুমদার ॥ জগন্নাথদেব মন্ডল ২৪-২৬

ইউথ কর্নার — স্লাইডিং অন টাইম

বরফ থেকে মাটিতে স্কেটিংয়ের অভিযাত্রা ॥ মৌ মৃধা ২৭

গল্প — রিমিলতার জাদু ॥ শফিক হাসান ২৯

সমৃদ্ধি — সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্টার কফি

সুগন্ধি ঐতিহ্যের অমৃতকথা ॥ চন্দন চৌধুরী ৩১

ভ্রমণ — তাজমহল : ইতিহাস যখন চোখের সামনে ॥ সাজিদ রহমান ৩৪

সাক্ষাৎকার — পঁচানব্বই শতাংশ পাণ্ডুলিপির অনুবাদই হয়নি ॥ ড. বিবেক দেবরায়

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : আশরাফুল ইসলাম ও বোধিসত্ত্ব তরফদার ৩৭

কেন্দ্রবিন্দু — অন্ধ্রপ্রদেশ ॥ মিজান স্বপন ৪০

ফিচার — ভারতের রাজ্যপ্রাণী ॥ সৌমেন্দ্র গোস্বামী ৪৪



CamScanner

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৫৪ | সংখ্যা ৭ | শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩৩ | আগস্ট ২০২৬

High Commission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

অরবিন্দ চক্রবর্তী
সম্পাদক
ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স : ১১৪২
মোবাইল : +৮৮০১৮৫২০৪৬০২৮
infl.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ভারতীয় হাইকমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

প্রচ্ছদ
গুপু ত্রিবেদী

গ্রাফিক্স মো. আতিকুর রহমান

মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড ৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

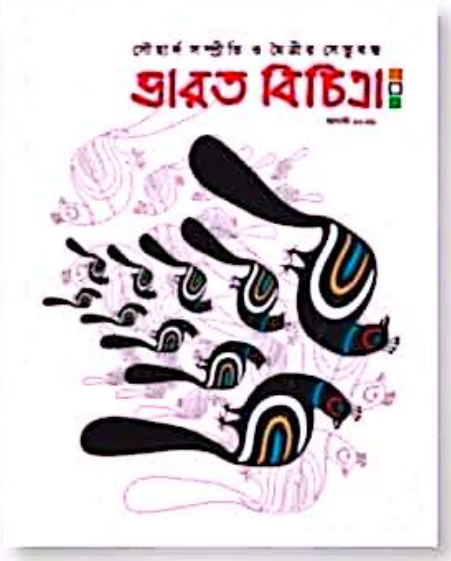
ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত
ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব। এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো যোগ নেই। এ পত্রিকার কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণ স্বীকার বাঞ্ছনীয়।



কেন্দ্রবিন্দু

অন্ধ্রপ্রদেশ

অন্ধ্রপ্রদেশ ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ রাজ্য। তেলেগুভাষী জনগণের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে ১৯৫৩ সালে মদ্রাজ থেকে পৃথক হয়ে অন্ধ্ররাজ্য গঠিত হয় এবং ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর তেলেগুভাষী অঞ্চল একত্র করে অন্ধ্রপ্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়



সূচিপত্র

স্বাধীনতা দিবস — ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সেলুলার জেল ‖ সালাম আজাদ ০৩
প্রবন্ধ — শ্রীঅরবিন্দ
বিপ্লবী দার্শনিক ও অখণ্ড যোগী ‖ সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার ০৫
রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠবার ইউরোপ সফর ও তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনার শতবর্ষ ‖ পীতম সেনগুপ্ত ০৯
শতবর্ষের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের জার্মানি ও বার্লাভোনফিউরেদ ভ্রমণ ‖ ড. দেবশ্রী নন্দী ১৫
পঞ্চাশোর্ধ্ব
প্রয়াণবার্ষিকী — নজরুলের ঢাকায় লেখা-প্রকাশের শতবর্ষ ‖ সৌমিত্র শেখর ১২
মানবতার মহানায়ক কাজী নজরুল ইসলাম ‖ ড. দেবাশীষ বেপারী ১৮
জন্মশতবর্ষ — ওড়িশি নৃত্যের উদ্গাতা কেলুচরণ মহাপাত্র ‖ পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী ২১
পঙ্‌ক্তিমালা — নাসির আহমেদ ‖ সমরেন্দ্র বিশ্বাস ‖ অনীশ ঘোষ
শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায় ‖ প্রাণজি বসাক ‖ মুক্তি মণ্ডল ‖ মামুন মুস্তাফা
কুমার দীপ ‖ প্রণব মজুমদার ‖ শেলী সেনগুপ্তা ‖ কাজী লাবণ্য
মিলন সন্ন্যাসী ‖ জহির খান ‖ জিয়াবুল ইবন
তনুয় মণ্ডল ‖ মোহনা মজুমদার ‖ জগন্নাথদেব মণ্ডল ২৪-২৬
ইউথ কর্নার — স্লাইডিং অন টাইম
বরফ থেকে মাটিতে স্কেটিংয়ের অভিযাত্রা ‖ মৌ মৃধা ২৭
গল্প — রিমিলতার জাদু ‖ শফিক হাসান ২৯
সমৃদ্ধি — সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্টার কফি
সুগন্ধি ঐতিহ্যের অমৃতকথা ‖ চন্দন চৌধুরী ৩১
ভ্রমণ — তাজমহল : ইতিহাস যখন চোখের সামনে ‖ সাজিদ রহমান ৩৪
সাক্ষাৎকার — পঁচানব্বই শতাংশ পাণ্ডুলিপির অনুবাদই হয়নি ‖ ড. বিবেক দেবরায়
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : আশরাফুল ইসলাম ও বোধিসত্ত্ব তরফদার ৩৭
কেন্দ্রবিন্দু — অন্ধ্রপ্রদেশ ‖ মিজান স্বপন ৪০
ফিচার — ভারতের রাজ্যপ্রাণী ‖ সৌমেন্দ্র গোস্বামী ৪৪



কাজী নজরুল ইসলাম ॥ জন্ম : ২৪ মে ১৮৯৯; মৃত্যু : ২৯ আগস্ট ১৯৭৬

মানবতার মহানায়ক কাজী নজরুল ইসলাম

ড. দেবাশীষ বেপারী

পঞ্চাশতম প্রয়াণবার্ষিকী

বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের আকাশে এক দীপ্ত নক্ষত্রের নাম কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি শুধু কবি বা সুরস্রষ্টা নন, মানবতা, সাম্য ও সম্প্রীতির এক অনন্য প্রবক্তা। ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও শ্রেণির বিভাজনের বিরুদ্ধে তিনি কলম ও কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন মানুষের সমতার বাণী। নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের পক্ষে তাঁর অবস্থান ছিল দৃঢ় ও আপসহীন। তাঁর কবিতা, গান ও প্রবন্ধে বিদ্রোহের দীপ্তি যেমন আছে, তেমনি আছে প্রেম, করুণা, সহমর্মিতা ও বিশ্বমানবতার আহ্বান। তাই নজরুল কেবল বিদ্রোহের কবিই নন, তিনি মানবতার অগ্রদূত এবং মানুষের কবি। তাই তো কবির সম্প্রীতির গান—ভাইয়ের দোরে ভাই কেঁদে যায়, টেনে নে না তারে কোলে, মুছিয়ে দে তার নয়নেরই জল—সে যে আপন মায়ের ছেলে

CamScanner

সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম হলেও শৈশব থেকেই নজরুল কঠিন জীবনসংগ্রাম ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠেন। অল্প বয়সেই পিতৃহীন হওয়ায় মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি গ্রামের মক্তবে শিক্ষাদানের কাজে যুক্ত হন। পাশাপাশি হাজী পাহলোয়ানের মাজারে খাদেম এবং পীরপুকুর মসজিদে ইমাম হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। পিতৃব্য কাজী বজলে করিমের কাছে আরবি ও ফারসি ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি তাঁর হাত ধরেই নজরুল লেটো গানের দলে যোগ দেন। পরে তিনি আবার বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে অধ্যয়নকালে শিক্ষক সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলালের কাছে রাগসংগীতের শিক্ষা এবং নিবারণচন্দ্র ঘটকের কাছ থেকে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। দেশ ও মানুষের জন্য লেখার প্রেরণাও তিনি তাঁর কাছ থেকেই লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে সৈনিক জীবন থেকে ফিরে এসে নজরুল গান ও কবিতা রচনার কর্মময় জীবনে প্রবেশ করেন। এই জীবনে তিনি বিদ্রোহ, মানবতা, প্রেম, সম্প্রীতি ও প্রকৃতিকে উপজীব্য করে অসংখ্য গান ও কবিতা রচনা করেন। দেশের মানুষের ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন—

> শঙ্কাশূন্য লক্ষ কণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ঐ,
> পুণ্যচিত্ত মৃত্যু-তীর্থ-পথের যাত্রী কই!
> আগে জাগে বাধা ও ভয়, ও ভয়ে ভীত নয় হৃদয়,
> জানি মোরা হবই হব জয়ী।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সাম্য, সম্প্রীতি ও মানবতার কবি। তাঁর গান ও কবিতা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। অন্যদিকে, তাঁর গান নান্দনিক রুচির অনুষঙ্গ হিসেবেও আজ বাঙালির কাছে সমানভাবে সমাদৃত। বিশেষ করে, নজরুলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান বাংলার বিভক্ত সমাজে যুগে যুগে ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছে। বর্তমান সমাজে ধর্মীয় বিদ্বেষ ও সহিংসতার প্রেক্ষাপটে নজরুলের সম্প্রীতির গান ও কবিতা সমাজসচেতনতার এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এমন বাস্তবতায় তিনি লিখেছেন—

> ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান, ঘন বজ্রে বিষাণ বাজে,
> জাগো জাগো তন্দ্রা-অলস রে, সাজো সাজো রণসাজে!

কাজী নজরুল ইসলাম যখন বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন, তখন উপমহাদেশ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নিপীড়নে ক্লান্ত। বিভক্ত সমাজে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দিন দিন বেড়ে উঠছিল। এই প্রেক্ষাপটে নজরুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সাম্যের গান। জীবনের প্রতিটি স্তরে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবতাবাদের চর্চা করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সব ধর্মের মূল কথাই মানবতা এবং ধর্মের কাজ মানুষকে বিভক্ত করা নয়, বরং ঐক্যবদ্ধ করা। তাই তাঁর সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে সর্বদাই স্থান পেয়েছে সার্বজনীন মানবতাবোধ। এই ভাবধারারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর বিখ্যাত গানে—

> মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান,
> মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।

তৎকালীন রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত সমাজে ঐক্য ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠার এক অনন্য প্রয়াস ছিল এই গান। বর্তমান সময়েও নজরুলের এমন বহু গান সমাজ থেকে জাতিভেদ ও বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্যে অন্যতম—

> হিন্দু-মুসলমান দুটি ভাই, ভারতের দুই আঁখি তারা,
> এক বাগানে দুটি তরু—দেবদারু আর কদমচারা।

নজরুলের রচিত ও সুরারোপিত এই গানের প্রতিটি চরণে আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির এক অমোঘ আহ্বান নিহিত রয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় অনুষঙ্গকে নজরুল তাঁর সাহিত্য ও সংগীতে যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা তাঁর উদার চেতনার বহিঃপ্রকাশ এবং নতুন দেশ ও সমাজভাবনার এক আধুনিক দৃষ্টান্ত। বর্তমান বিশ্বে এবং এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, ধর্মের নামে হিংসা ও সামাজিক বিভাজনের প্রেক্ষাপটে নজরুলের গান বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

মানবতাবাদী সমাজ গঠনে নজরুলের গান ও কবিতা পথনির্দেশক এবং আলোকবর্তিকাস্বরূপ। সমাজে সচেতনতা, সৌহার্দ্য ও সহনশীলতা ফিরিয়ে আনার এক বলিষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে তাঁর সাহিত্য ও সংগীতকে বিবেচনা করা হয়। জাতি, ধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে নজরুল তাঁর গানে মানবতাকেই সর্বোচ্চ আসনে স্থান দিয়েছেন। ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদের বিরুদ্ধে তাঁর গান দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তিনি মানবধর্মের জয়গান গেয়েছেন।

সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হিসেবে 'মানুষ' নামের পরিচয়কেই নজরুল সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। হিন্দু বা মুসলমান—সংকীর্ণ পরিচয়ের ঊর্ধ্বে মানুষের পরিচয়ই যে প্রকৃত পরিচয়, তা তিনি গান ও কবিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এবং তাতে সফলও হয়েছেন। জাতির অন্তরে সম্প্রীতির বীজ বপনের জন্য বাকরুদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁর গান থেকে বাঙালি শিখেছে যে, ধর্ম মূলত হৃদয়ের বিষয়, রাজনীতি বা বিভেদের উপকরণ নয়। কবি তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতায় লিখেছেন—

> গাহি সাম্যের গান,
> যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।
> যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রিষ্টান।
> গাহি সাম্যের গান।

এই পঙ্‌ক্তিমালার মধ্য দিয়েই নজরুল মানবজাতির চিরন্তন ঐক্য ও সাম্যের আদর্শে সমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মনুষ্যত্বই মানুষের প্রকৃত ধর্ম; মানুষের ওপরে আর কোনো ধর্ম নেই।

নিজের গানের সুরে সুরে কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালির অন্তরে সম্প্রীতির শঙ্খধ্বনি শুনিয়েছিলেন। লাখো কণ্ঠে বেজে উঠেছিল মানবতার জয়গান। তাঁর গানের সুরে ধ্বনিত হয়েছে সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির বাণী। সারা জীবন তিনি প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর হয়ে অসহায় ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল জাতিভেদমুক্ত এবং আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির আলোকে উদ্ভাসিত একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

মানবতাবাদী ও সম্প্রীতিবাদী নজরুল হিন্দু ও মুসলমানকে একই বৃন্তের দুটি কুসুমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাই তিনি লিখেছেন, 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।' মানুষের মধ্যে যে চেতনা ও বোধ তাকে অসাম্প্রদায়িক করে তোলে, তারই প্রকাশ ঘটেছে নজরুলের সম্প্রীতির গানে। সারা জীবন তিনি বাঙালির মধ্যে আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

নজরুলের গানে সমগ্র বাঙালির প্রাণে নবীন আশার সঞ্চার হয়েছিল। প্রকৃতির মতোই নির্মল ও সজীব সেই অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতা ও গানে। উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক বিভেদ তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল। তাই সাম্যকামী নজরুল লিখেছিলেন, 'হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই', 'হিন্দু-মুসলমান দুটি ভাই, ভারতের দুই আঁখি তারা', 'ভাইয়ের দোরে ভাই কেঁদে যায়' এবং 'ভারতের দুই নয়ন তারা হিন্দু-মুসলমান' প্রভৃতি গান। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'ঈশ্বর' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

> কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে, ভাই, আকাশ-পাতাল জুড়ে?
> কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে?
> হায় ঋষি-দরবেশ,
> বুকের মানিককে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তারে দেশ-দেশ!

আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা মানুষকে ঘৃণা করে কেবল ধর্মগ্রন্থকে আঁকড়ে ধরে থাকেন। তাঁরা ধর্মগ্রন্থে চুম্বন করেন, অথচ মানুষকে নির্মমভাবে প্রহার করেন। মন্দির ও মসজিদ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, অথচ মিথ্যা কথা বলেন এবং নানা পাপকর্মে লিপ্ত থাকেন। নজরুল তাঁর

CamScanner

গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও জ্ঞানহীন মানুষদের প্রতি সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড়ো মন্দির কিংবা কাবা পৃথিবীর কোথাও নেই। মানুষের চেয়ে মহীয়ান আর কিছুই নেই, সত্যের চেয়ে পবিত্র আর কিছুই নেই। ধর্মের প্রাচীরই হিন্দু, মুসলমানসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বিভেদ ও ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। নজরুল এই সত্য অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই বিভেদের অবসান না হওয়া পর্যন্ত সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। আর তাই তিনি এসবের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই জীবনের প্রয়োজনে নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। সেই সময় থেকেই তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। দেশে ও সমাজে স্থায়ী সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি অসংখ্য জাগরণী গান ও সম্প্রীতির কবিতা রচনা করেছিলেন। সমাজের এই অশান্ত সময়ে এবং দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে নজরুল ও তাঁর অসাম্প্রদায়িক সৃষ্টিকর্ম আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনার অন্যতম প্রেরণাদায়ী বন্ধু ছিলেন মুজফফর আহমদ। তাঁর সান্নিধ্যে এসে নজরুল শ্রমজীবী ও হতদরিদ্র মানুষের জীবনের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

অসহায় কুলি, মজুর, শ্রমিক ও নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে সভা-সমাবেশে যোগদানের মাধ্যমে তিনি সমাজের বাস্তব চিত্রকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সে সময় তিনি বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

সমাজের দুঃসহ বাস্তবতা, জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্যের নানা চিত্র তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এমনকি সৈনিকজীবন শেষে কলকাতায় বসবাসের সময়ও তাঁকে নানা জাতিগত বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এসব অভিজ্ঞতা তাঁর মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল।

ফলে তাঁর সম্প্রীতির গান সাম্প্রদায়িকতার মূলে আঘাত হেনেছিল এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিবাদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

ধর্মীয় সংগীতের মাধ্যমেও তিনি ধর্মান্ধ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মানবতার বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। দেশমাতৃকার কল্যাণে তিনি সারা জীবন সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অকুতোভয় যোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছেন। এ কারণে উভয় সম্প্রদায়ের কিছু ধর্মান্ধ মৌলবি ও পণ্ডিত তাঁকে 'কাফের' ও 'নাস্তিক' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলাম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক চিরন্তন দিশারি। মানবতাবাদ, মৈত্রী ও সমন্বয়ের সুবিশাল বৃক্ষছায়ায় সব সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্র করার জন্য তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

একজন আদর্শ মানবতাবাদী সমাজসংস্কারক হিসেবে তিনি বাঙালির কাছে সত্য ও সুন্দরের পথপ্রদর্শক। সত্য ও সুন্দরের সাধনাই ছিল তাঁর ধর্ম। তিনি সব সম্প্রদায়ের মানুষকে বিশ্বমাতার সন্তান হিসেবে দেখেছিলেন।

অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নজরুল নবযুগের নবীন মানুষের গান গেয়েছেন। তাঁর নবযুগের বাঁশির সুরে ঘুমন্ত জাতি জেগে উঠেছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ দূর করতে গিয়ে এবং অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ে তোলার প্রয়াসে তাঁকে বহুবার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে।

কিন্তু নিন্দুকের সংখ্যার তুলনায় তাঁর গুণানুধ্যায়ী ও অনুরাগীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। আর সেখানেই নিহিত রয়েছে তাঁর জীবনের প্রকৃত সার্থকতা।

নজরুল মানবতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা তাঁর গান ও কবিতায় সর্বত্র গভীর আবেগের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের জীবন ও সংস্কৃতি সুর ও বাণীর অপূর্ব সম্মিলনে প্রকাশিত হয়েছে। পরমতসহিষ্ণুতা, মানবধর্ম, সাম্য ও সম্প্রীতির বাণী নজরুলের সাহিত্য, সংগীত, জীবনদর্শন ও কর্মসাধনায় দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সামাজিক গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে নজরুলের জাগরণী গান ও কবিতার ভূমিকা অপরিসীম। নবপথের সন্ধানে সমাজজীবনে নব আশার সঞ্চার ঘটানোই ছিল তাঁর ব্রত। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন এক চিরায়ত মানবতাবাদী পুরুষ, যাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল নিপীড়িত মানুষের ভাষা, মুক্তির গান এবং মিলনের আহ্বান। তাঁর সাহিত্য ও সংগীতে মানবতা পেয়েছিল এক নতুন ভাষা ও নতুন শক্তি।

আজকের বিভক্ত ও সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে নজরুলের আদর্শ আমাদের জন্য এক উজ্জ্বল বাতিঘরের মতো। তাঁর আদর্শে নিহিত রয়েছে সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও মানবিকতার মহান শিক্ষা। নতুন প্রজন্মের কাছে নজরুলকে শুধু একজন কবি হিসেবে নয়, বরং মানবতার মহানায়ক হিসেবে তুলে ধরা এখন সময়ের দাবি।

কারণ নজরুল মানেই এক অবিনাশী মানবসত্তার প্রতীক, যিনি মানুষকে ভালোবেসেছিলেন এবং মানবতার জয়গান গেয়েছিলেন। মাত্র তেইশ বছরের সক্রিয় সাহিত্যজীবনে নজরুল সাহিত্য ও সংগীতকে নিয়ে গিয়েছিলেন অনন্য উচ্চতায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুঃশাসন থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত ও উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর গান ও কবিতা অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে। কাজী নজরুল ইসলাম সংগীতজগতে যে বৈচিত্র্য ও নতুনত্বের সূচনা করেছিলেন, তা বাঙালির হৃদয়ে নবজাগরণের সঞ্চার করেছিল। একজন সমাজসংস্কারক হিসেবেও তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নজরুল আমাদের মানবিক চেতনার প্রতীক। বহুমাত্রিকতা ছিল তাঁর প্রতিভার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রসার এবং বাঙালি জাতির কল্যাণের জন্য তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করেছেন।

মানবজীবনে মৃত্যুর পরেও অমরত্ব লাভের যে দৃষ্টান্ত আমরা দেখি, সেখানে সংগীত, সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা ও শিল্পকলার স্রষ্টাদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়েই তাঁরা যুগযুগ ধরে মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকেন।

বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক ও সংগীতজ্ঞের জীবনেও এ ঘটনা ঘটেছে। তবে নজরুলের জীবন ছিল কিছুটা ব্যতিক্রমী। কারণ, তিনি সারা জীবন মানবতার প্রতীক হয়ে থেকেছেন, অত্যাচারী ও নিপীড়কদের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সংগ্রাম করেছেন এবং সাম্যের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন। তাই মৃত্যুর পরও তিনি মানবতা ও সাম্যের কবি হিসেবে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আর্থিক অভাব-অনটনের কারণে জীবনের দীর্ঘ পথ তিনি অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছেন। তবু তাঁর কর্মময় জীবনের সবচেয়ে বড়ো প্রশান্তি ছিল সাহিত্য ও সংগীতে তাঁর অসামান্য অবদান।

বিশেষ করে সংগীতে তাঁর অবদানের কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। সংগীতের জগতে নজরুলের অবদান যেমন অবিস্মরণীয়, তেমনি অবিসংবাদিতও।

জীবনের কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়েও তিনি সাহিত্য ও সংগীতচর্চা থেকে কখনো বিরত হননি। তাঁর প্রেমের গান ও বিদ্রোহের গানে যে সুরের আবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তা বাঙালির হৃদয়-আকাশকে ইন্দ্রধনুর রঙে রাঙিয়ে তুলেছে।

ঝড়-ঝঞ্ঝা ও দুর্যোগের মধ্যেও নজরুলের গান মানুষের মনে সাহস ও প্রেরণার সঞ্চার করেছে। এ কারণেই তাঁকে প্রেমের কবি, সাম্যের কবি এবং মানবতার কবি বলে অভিহিত করা হয়। •

ড. দেবাশীষ বেপারী

প্রাবন্ধিক ‖ সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ





১৬ জুলাই ২০২৬-এ কিংবদন্তি ভারতীয় প্লেব্যাক সিঙ্গার মোহাম্মদ রফির মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে ভারতীয় হাইকমিশন, ঢাকা একটি বিশেষ সংগীতসন্ধ্যার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রিয়ংবদা ব্যানার্জী ও মো. রাশেদ উদ্দিন সংগীত পরিবেশন করেন। হাইকমিশনার শ্রী দিনেশ ত্রিবেদী তাঁর বক্তব্যে মোহাম্মদ রফির কালজয়ী সংগীতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বার্তা তুলে ধরেন।






১৮ জুলাই ২০২৬-এ ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (আইজিসিসি), ঢাকা 'শ্রাবণ সন্ধ্যা–এ মনসুন মিউজিক্যাল ইভনিং' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বর্ষার আবহে আয়োজিত এই মনোজ্ঞ সন্ধ্যায় ড. চঞ্চল খান রবীন্দ্রসংগীত এবং গুরু অনিল কুমার সাহা ও শ্রী অলোক কুমার সেন হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশন করেন।



২৯ জুলাই ২০২৬-এ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন ও ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ধর্মরাজিকা বৌদ্ধ মন্দিরে আষাঢ়ী পূর্ণিমা উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে 'নমো বুদ্ধায়' ওড়িশি নৃত্যনাট্য এবং 'দ্য ওয়ে অব বুদ্ধ' প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।



২০২৬-'২৭ সালের আইসিসিআর স্টুডেন্ট ভিজিটরস প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে আইএমএল-এর হিন্দি বিভাগের ২৫ জন শিক্ষক-শিক্ষার্থী নয়াদিল্লির আজাদ ভবনে আইসিসিআরের মহাপরিচালক কে. নন্দিনী সিংলার সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং বিদেশি বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন।



২০২৬ সালে হাইকমিশনার শ্রী দিনেশ ত্রিবেদী সাধনা পরিবেশিত সুফি নৃত্যদল 'দিলনাওয়াজ'-এর পরিবেশনা উপভোগ করেন। এ সময় তিনি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার সাংস্কৃতিক বন্ধনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

CamScanner



১৫ আগস্ট ২০২৬ ভারতীয় হাইকমিশন, ঢাকায় ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী দিনেশ ত্রিবেদী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণ পাঠ করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে 'ভারত কো জানিয়ে' কুইজ, 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং 'ইন্ডিয়া থ্রু মাই লেন্স' আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। হাইকমিশনার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। বাংলাদেশে পাঠরত ভারতীয় শিক্ষার্থী, ভারতীয় কমিউনিটির সদস্য এবং বিশিষ্ট বাংলাদেশি ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি ভারত-বাংলাদেশের বন্ধুত্ব ও অভিন্ন বন্ধনের এক উজ্জ্বল প্রকাশ হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে হাইকমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মিশন-সংলগ্ন এলাকায় স্বচ্ছতা অভিযান পরিচালনা করেন। এর মধ্য দিয়ে পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও পরিবেশবান্ধব পরিসর গড়ে তোলার প্রতি তাঁদের অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটে।

CamScanner

ভারতীয় হাইকমিশন লাইব্রেরি

গুলশান, ঢাকা



পরিচিতি

ভারতীয় হাইকমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা মূলত গুলিস্তানে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের পাবলিক লাইব্রেরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
১৯৭৬ সালে লাইব্রেরিটি মতিঝিলে এবং পরবর্তীকালে ১৯৯৩ সালে ধানমন্ডিতে স্থানান্তরিত হয়। এরপর কিছু সময় গুলশান থেকে পরিচালিত হওয়ার পর ২০১৭ সালে এটি ধানমন্ডিতে অবস্থিত ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার—আইজিসিসি)-এ স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে লাইব্রেরিটি ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার), এনই (কে)-১৪, গুলশান-২ এভিনিউ, ঢাকা-১২১২ থেকে পরিচালিত হচ্ছে।

পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ঢাকাস্থ লাইব্রেরি ঢাকার জনগণকে মূল্যবান গ্রন্থাগারসেবা প্রদান করে আসছে। বছরের পর বছর ধরে এটি ভারতীয় হাইকমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানকেন্দ্র ও একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক জানালা হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে, যা ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি ও জ্ঞানের নানা ক্ষেত্র সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি ও অনুরাগ গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

কর্মদিবস : রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার

লাইব্রেরির সময়সূচি : সকাল ৯:০০টা থেকে বিকেল ৫:৩০টা



লাইব্রেরির সংগ্রহ ও পরিষেবাসমূহ

এই লাইব্রেরিতে ভারতীয় ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি, সমাজ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ বিস্তৃত বিষয়সমূহের ওপর সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে। এইচসিআই লাইব্রেরিতে ইংরেজি, হিন্দি ও বাংলা ভাষায় রচিত বইয়েরও বিপুল সংগ্রহ রয়েছে। এছাড়াও, বিশ্বকোষ, অভিধান, সহায়িকা, বর্ষপঞ্জিসহ বিভিন্ন মূল্যবান তথ্যসূত্র ও রেফারেন্স উপকরণ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। লাইব্রেরিতে পাঠ ও তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ইংরেজি ও বাংলা—উভয় ভাষার জনপ্রিয় ভারতীয় ও বাংলাদেশি সংবাদপত্র এবং সাময়িকী রাখা হয়। ঢাকাস্থ এইচসিআই লাইব্রেরি ভারত-সম্পর্কিত তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে। সরাসরি, টেলিফোনে অথবা ইমেইলের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসংক্রান্ত অনুসন্ধান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। আগ্রহী ব্যবহারকারীগণ লাইব্রেরির এই ইমেইল ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন : lib.dhaka@mea.gov.in লাইব্রেরির ক্যাটালগটি ক্লাউড ওপ্যাক (Cloud OPAC)-এ এই ইউআরএল-এ পাওয়া যায়:
http://eg4.nic.in/opac/default.aspx?
CLGMNAME=EMBASSIESLIBCODE=HCIDHAKA



ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের প্রেস অ্যান্ড ইনফরমেশন উইং কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'ভারত বিচিত্রা' এই লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় এবং এটি লাইব্রেরির সদস্য ও পাঠকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

সদস্যপদের শর্তাবলি

লাইব্রেরির বই নেওয়ার জন্য প্রত্যেক সদস্যকে একটি মেম্বারশিপ কার্ড (অ-হস্তান্তরযোগ্য) প্রদান করা হয়। বই ১৪ দিনের জন্য ইস্যু করা হয়। বর্তমানে এই লাইব্রেরির নিবন্ধিত সদস্যসংখ্যা পাঁচ শতাধিক।
লাইব্রেরির সদস্যপদ সবার জন্য উন্মুক্ত এবং সদস্যপদ গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত কাগজপত্র ও শর্তাবলি প্রযোজ্য:

- পূরণকৃত আবেদনফর্ম (অনলাইনে এবং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়)
- সম্প্রতি তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)/নাগরিকত্ব সনদ/ জন্মনিবন্ধন সনদের ফটোকপি
- ১,০০০/- টাকা জামানত
- ভারতীয় হাইকমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা
  ঠিকানা : এনই (কে)-১৪, গুলশান-২ এভিনিউ, ঢাকা-১২১২
  ফোন : ০২-৫৫০৫২৪২২, ০২-৫৫০৫২৪২৩ (এক্সটেনশন : ১০৬ ও ১০৭)

CamScanner